



194976 - ইসলামে হজীবরে বধিান আরোপরে কারণ যটোন কামনা রোধ করা নয়

---

প্রশ্ন

আপনাদরে ধর্ম বা সংস্কৃতিতে নারীদরে য়ে আবরণ পরতয়ে হয় আমি সয়ে ব্যাপারে জানতে আগ্রহী। এই পোশাক আমাদরে খ্রিষ্টানদরে কাছে সত্যহী খুব অসার মনে হয়। কারণ এটি এমন ইঙ্গতি করে যনে একজন নারী ভাবে সয়ে এই পোশাক না পরলে প্রতটি পুরুষ তাকে কামনা করবে। আরও ইঙ্গতি করে য়ে সটৌন্দর্যরে কারণে আপনার ধর্মরে বা সংস্কৃতির অনুসারী কোন নারীর ক্ষেত্রে পুরুষদরেকে বশি়াস করা যায় না। কারণ আপনি মনে করছেন য়ে আপনাকে কামনা করা হবে। কিন্তু কটে সুন্দর হতহী পারে; তাই বলে প্রতটি পুরুষ তাকে কামনা করবে এমন তয়ে নয়। আপনি কি এ ব্যাপারে কিছু আলোকপাত করতে পারনে? আমি আপনাকে সত্য করহী বলে আমি যখন এই পোশাক পরা কোন নারীকে দেখে আমার মনে হয়, “কত অসার তুমি?” উত্তরে জন্য আপনাকে আগহী ধন্যবাদ দিয়ে রাখছি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

প্রথমহী আমরা আপনাকে আপনার অকপটতা, সুস্পষ্ট প্রশ্ন ও প্রশ্নরে উত্তর খৌঁজার জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমরা আশা করনিচি য়ে সামান্য কিছু কথা আমরা তুলে ধরব এর মাঝে আপনি আপনার উত্তর খুঁজে পাবনে।

আমরা উত্তরে শুরুতে আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই, যার উত্তর আপনাকে দিতে হবে এবং তারপর আল্লাহর ইচ্ছায় আমাদরে দৃষ্টিভিঙ্গি আপনার কাছে পরষিকার হবে। আমাদরে প্রশ্ন হচ্ছয়ে- আপনি কি মনে করনে যদি একজন নারী তার সমস্ত কাপড় খুলে লন্ডন বা প্যারিসরে মার্কটেগুলোতে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে ঘুরে বড়য়ে তাহলে আপনি সটৌ মনে নবিনে অথবা সখোনকার কর্তৃপক্ষ বা আইন তাকে সটৌ করতে দবি?

আমরা মনে করি, খুব সম্ভবত আপনার উত্তর হবে- না, আপনি তা মনে নবিনে না। বিশিষে করে আইনশুঁখলা রক্ষাকারী বাহিনী তা একদমই অনুমোদন করবে না। এটি সয়ে দেশে বসবাসরত সবাই জানে।

যদি আমরা আরও এক ধাপ এগিয়ে আপনাকে জিজ্ঞেসে করি, যদি সয়ে তার শরীররে নমিনাংশরে বিশিষে অঙ্গটা আবৃত করে শরীররে উর্ধ্বাংশ খোলা রেখে শপথি এ বরে হয়? আমাদরে মনে হয় আপনি এবারও একমত হবনে য়ে, এমন ব্যবহার অভদ্রতা ও অসম্মানজনক এবং প্রচলতি আদবরে লঙ্ঘন।



এখন যারা স্থূলভাবে নজিদের প্রকাশ করে তাদের কথা ছাড়ুন; আপনার কি মনে হয় যদি একজন নারী তার ঘুমের পোশাক পরে রাস্তায় বা লোকালয়ে আসে...?

সম্ভবত আপনি জানেন যে পশ্চিমা দেশে যারা সাঁতারের পোশাক পরে লোকালয়ে আসে তাদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের আপত্তি জানানোর অধিকার আছে এবং কোম্পানির ম্যানজোর বা অফিসের কর্মকর্তার কর্মক্ষেত্রে নারী কর্মচারীকে খোলামলো, উস্কানিমূলক পোশাক পরা প্রতীত করার অধিকার আছে এবং প্রচলিত, শালীন পোশাক পরা তাদের জন্য বাধ্যতামূলক।

এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে- আপনি কি মনে করেন এসব দেশে, মানুষ, প্রতিষ্ঠান, আইন ও রীতিনীতি আপনার কথা অনুযায়ী অসার ও তারা যত্নতায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে? অথবা আপনি কি মনে করেন তারা ঘৃণ্য অন্যায়কারী; যাদের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের স্বাধীনতা হরণ করা এবং এমন কাজ যত্নতায় মত্ত হয়ে থাকা মানুষ ছাড়া আর কারও পক্ষে করা সম্ভব না? আপনি কি মনে করেন যদি একজন নারী তার বুক কংক্রিট বা বিশিষে অঙ্গ খোলা রাখতে অথবা সাঁতারের পোশাকে লোকালয়ে আসে তাহলে সমস্ত পুরুষ তাকে কামনা করবে অথবা তাকে পতিতা মনে করবে কংক্রিট ভাবে সেরে তাদেরকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করছে?

আপনি যদি বলেন, এই দুইটা দৃশ্যের মাঝে পার্থক্য আছে- লোকালয়ে নগ্নতা নঃসন্দেহে অগ্রহণযোগ্য। কিন্তু চুল আর মুখ খোলা রাখা উস্কানিমূলক নয়; বরং স্বাভাবিক ব্যাপার। আর এটাতে আইনও লঙ্ঘন হয় না। তাহলে আমরা আপনাকে বলবঃ আমি আর আপনি নির্ধারণ করার কঃ শরীরের কোন অংশ উন্মুক্ত রাখা যাবে, আর কোন অংশ উন্মুক্ত রাখা যাবে না? আপনি কঃ চাইছেন আপনার নির্ধারণিত সীমা আমরা মনে নবি, যখনে আপনি ইসলামী শরীয়া অনুযায়ী নির্ধারণিত সীমা মনে নতিতে রাজি নন?

অধিকন্তু, কঃ একটা নির্দিষ্ট সমাজ যেন ধরুন পশ্চিমা সমাজ নির্ধারণ করবে কোনটা অন্যদের জন্য মানানসই; আর কোনটা মানানসই নয়?

আপনি যদি মনে করেন প্রকাশ্যে নগ্নতা ও স্বল্প পোশাক পরা নষিদ্ধ করা মনে আপনি আপনার প্রশ্নে যা যা বলছেন তা না, তাহলে আমরা আপনাকে বলব যে আমরা মুসলিমরা বিশ্বাস করি শালীন পোশাক হচ্ছে এই হিজাব যা মুসলিম নারীদের পরতে দেখে আপনি তাদেরকে “অসার” বলে অভিযুক্ত করছেন।

কঃ আপনি হিজাব পরাকে শালীনতা হিসেবে দেখছেন না? নাকি আপনি মনে করছেন এটা সাধারণ রুচি, আদব ও নৈতিকতা বিরুদ্ধ? যদি তা মনে করেন থাকেন তাহলে আপনি নিজের বা নিজ সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিকে অন্য সমাজ বা মানুষকে বচারের মানদণ্ড মনে করছেন কঃ?

কঃ আপনি এই বিষয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রত্যাখ্যান করে আপনার দয়া শালীনতার ব্যাখ্যা মনে নতিতে বলছেন? একজন নারী যদি তার উরু বা পটে খোলা রাখতে তাহলে সঃ কঃ শালীনতা? নাকি তার শুধুমাত্র নিজের হাত আর পা উন্মুক্ত



রাখার মাঝেই একে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত?এই বিষয়ে আপনার দকিনর্দিশেনা কি?আপনার কি অধিকার আছে সমস্ত মানবতাকে আপনার নিজস্ব ধারণা মনে নতিকে বাধ্য করার?

এটা কি সাদা মানুষদের অবশিষ্ট “অধিকার”? অথবা এভাবেও বলতে পারি এটা কি শুভ্র বা স্বর্ণকেশী নারীর পৃথিবীকে নয়ন্ত্রণ করা ও পৃথিবীর ধ্যান-ধারণা,রীতি,আদব আর রুচিকে নির্ধারণ করার একক পন্থা?

কনে আপনি কুমারী মরী (আঃ)-কে “অসার” বলেন না? প্রশ্নে আপনি যে কারণ দেখিয়েছেন সে অনুযায়ী তা তর্কিত অসার। আপনি জানেন যে তিনি এক ধরণে হজিব পরতনে। তিনি কি আপনার ব্যাখ্যা অনুযায়ী শালীনতাকে যত্নতার সাথে সম্পর্কিত কিছু ভেবেছিলেন?

কনে গর্জার মহিলারা গর্জার কাজকর্মের সময় ও প্রার্থনার সময় তাদের চুল ঢেকে রাখবে?

প্রার্থনারত অবস্থা আর প্রার্থনার বাহিরে অবস্থার মাঝে পার্থক্য কি?যদি প্রার্থনার সময় হজিব করলে ভক্তি আর বিশ্বাস বাড়ে,তাহলে কনে একজন নারী প্রার্থনার বাইরে তার ভক্তি আর বিশ্বাসের একাংশকে সরিয়ে রাখবে?

করোনিখীয়দের প্রতিদূত পল প্রথম এপিস্টলে যা বলেছেন তার প্রতি কনে আপনি অসারতার অভিযোগ আনেন না?তিনি বলেছিলেন:

“কিন্তু যে স্ত্রীলোক মাথা না ঢেকে প্রার্থনা করে বা ভাববাণী পড়সে তার নিজের মাথার অপমান করে —এটি সে স্ত্রীলোকের মাথা ন্যাড়া করে ফেলার তুল্য।

স্ত্রীলোক যদি তার মাথা না ঢাকে সে যেন তার মাথার চুল কটে ফেলল।কিন্তু স্ত্রীলোকের পক্ষে যদি চুল কটে ফেলা বা মাথা ন্যাড়া করা লজ্জার বিষয় হয় তবে সে তার মাথা ঢেকে রাখুক।

আবার পুরুষ মানুষের মাথা ঢেকে রাখা উচিত নয়। কারণ সে ঈশ্বরের স্বরূপ ও মহিমা প্রতিফলন করে। কিন্তু স্ত্রীলোক হলো পুরুষের মহিমা।

কারণ স্ত্রীলোক থেকে পুরুষের সৃষ্টি হয়নি;কিন্তু পুরুষ থেকেই স্ত্রীলোক এসেছে।

স্ত্রীলোকের জন্য পুরুষের সৃষ্টি হয়নি;কিন্তু পুরুষের জন্য স্ত্রীলোকের সৃষ্টি হয়েছে।

এ কারণে এবং স্বর্ণদূতগণের জন্য অধীনতার চহ্ন হিসেবে একজন স্ত্রীলোক তার মাথা ঢেকে রাখবে।” [১ করিন্থিয়ানস ১১:৫-১০ – নতুন আন্তর্জাতিক সংস্করণ]



টমিওথরি প্রতিপলরে প্রথম এপসিটলে বলা হয়েছে-

“অনুরূপভাবে আমি চাই নারীরা যেনে ভদ্রভাবে ও যুক্তযুক্তভাবে উপযুক্ত পোশাক পরে তাদের সজ্জতি করে। তারা যেনে নজিদেরে শৌখনি খোঁপা করা চুলে বা সোনা মুক্তোর গহনায় বা দামী পোশাকে না সাজে।

কিন্তু সংকাজরে অলঙ্কারে তাদের সজে থাকা উচতি। যেনে নারী নজিকে ঈশ্বরভক্ত বলে পরচিয় দিয়ে তার এভাবেই সাজা উচতি।

নারীরা সম্পূর্ণ বশ্যতাপূর্বক নীরবে নতনম্র হয়ে শিক্ষা গ্রহণ করুক।

আমি কোন নারীকে শিক্ষা দিতে অথবা কোন পুরুষের ওপরে কর্তৃত্ব করতে দই না;বরং নারী নীরব থাকুক।”[১ টমিওথি ২:৯-১২ - নতুন আন্তর্জাতিক সংস্করণ]

উপরন্তু একজন নারীর শালীনতা ও সদাচারেরে চহিন হিসাবে বাইবেলে নকিব(মানো যা দিয়ে মুখ ঢাকা হয়)এর কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

জনেসেসি বলা হয়েছে :

“একদিন সন্ধ্যায় ধ্যান করার জন্য ইসহাক একান্তে নরিজন প্রান্তরে বড়োতে গিয়েছিলেন। ইসহাক চোখ তুলে দেখলেনে যে দূর থেকে উটরে সারি আসছে। রবিকিও ইসহাককে দেখতে পলেনে। তখন সে উটরে পঠি থেকে লাফিয়ে নমে পড়ল। ভৃত্যকে জিজ্ঞেসে করল, “কে ঐ তরুণ মাঠরে মধ্যে দিয়ে আমাদের দকি এগিয়ে আসছে?”

ভৃত্য উত্তর দলি, “ঐ আমার মনবিরে পুত্র।” শুনতে রবিকি ওড়না দিয়ে তার মুখ ঢেকে নলি।” [জনেসেসি ২৪:৬৩-৬৬ - নতুন আন্তর্জাতিক সংস্করণ]

আমাদের পক্ষে এখানে এর চয়ে বশৌ উদ্ধৃতি দয়ো সম্ভব নয়। এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদেরে গবষণা রয়েছে। আপনিসেসেব খুঁজে পড়ে দেখতে পারনে।

আমরা আপনার সাথে শুধু যুক্ততিরক দিয়ে, নরিপক্ষে মনোভাব নিয়ে এবং আলোচনা-সমালোচনার একটি স্বচ্ছ ভিত্তি থেকে বিষয়টি পর্যালোচনা করার চেষ্টা করছি। “অসারতার” অভিযোগ আমরা করতে চাই না। একজন প্রতিপক্ষেরে জন্য এমন দাবী করা খুব সহজ। আর যেনে কটে এমন দাবী খণ্ডন করতে সক্ষম।

আমরা আপনাকে নিশ্চতি করছি যেনে ইসলামী শরিয়তে হজিব বাধ্যতামূলক এ কারণে নয় যেনে, যসেব নারী হজিব পরে না তারা সবাই চরিত্রহীন। অথবা এ কারণে নয় যেনে, হজিব না পরলে সমস্ত পুরুষ একজন নারীর দকি খারাপ দৃষ্টিতে বা কু মতলবে



তাকাবে। ইসলামী সমাজ মানুষকে পরিবারে, রাস্তায়, স্কুলে, মসজিদে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সব জায়গায় সংকল্পমশীল ও ধার্মিক হতে শেখায়। বাস্তব সত্য হচ্ছে ইসলামের অনেকে অনুশাসন মানুষকে সদ্ব্যবহার, ভদ্রতা, সচ্চরিত্রতা ও নম্রতার প্রতি এতটাই উদ্বেদ করে যে এটা বহু মানুষকে অনৈতিক কাজ থেকে ফরিয়ে রাখে।

তবে যে কোন বধিান আরোপের ক্ষেত্রে ইসলাম শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের দিকটাই দেখে না; বরং সংখ্যায় কম হলেও সমাজে যে কিছু অপরাধী রয়েছে সেটোও বিবেচনায় রাখে। যেন সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সুস্থ জীবনধারা নিশ্চিত করা যায় এবং সংখ্যালঘু মানুষ অনৈতিকতার বিস্তার ঘটায় তাদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলতে না পারে। ঠিক যমেনভাবে পশ্চিমা দেশগুলোর কর্তৃপক্ষ যদি বিকৃত মনরে মানুষদের, সমকামীদের আর স্ট্রপি ক্লাবের খদ্দেরদের রাস্তায় বা লোকালয়ে কোন বাধা না দিয়ে তাদের যা খুশি করতে দেয়, তাহলে আপনি নিশ্চয়ই কল্পনা করতে পারছেন সেইসব সমাজের পরিণতি কি হতে পারে!!

এখানে আমরা আরও একটা উদ্ভূত উল্লেখ করতে চাই যখনে বলা হয়েছে কোন নারীর নিকাব(যা দিয়ে মুখ ঢাকা হয়) তা অপসারণ করে তার চেহারা আবৃত করার চেষ্টা করা এক ধরণের অপকর্ম।

ড্যানিয়েলে বইয়ের ক্যাথলিক সংস্করণে বলা হয়েছে-

“এখন, সুজানা ছিল খুব মার্জিত ও সুন্দরী এক রমণী। যহেতু সে অবগুণ্ঠিত ছিল, দুর্বৃত্তরা তার অবগুণ্ঠন সরাতে আদর্শে দলি যেনে তারা চোখ দিয়ে তার সৌন্দর্য আস্বাদন করতে পারে।”

[ড্যানিয়েলে ১৩:৩০-৩১ – নডি রভাইসড স্ট্যান্ডার্ড এডিশন]

কোন মন্তব্য নহে!

সবশেষে, আমরা আপনাকে নারীদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত পরিসংখ্যানগুলোর প্রতি নিজের দায়ের অনুরোধ করছি। এ পরিসংখ্যান থেকে নারীর উপর নানা রকম আক্রমণ যমেন- ধর্ষণের যে সংখ্যা আপনি পাবেন সেটা রীতিমত আতঙ্কিত হওয়ার মতো। আমেরিকার যটন আক্রমণ বিরোধী সবচেয়ে বড় সংস্থা RAINN(Rape, Abuse and Incest National Network)এর তথ্য অনুযায়ী আমেরিকাতা প্রতি দুই মিনিটে একটা যটন আক্রমণের ঘটনা ঘটে। যার অর্থ হচ্ছে- বছরে যটন আক্রমণের ২০৭,৭৫৪টা ঘটনা ঘটে। এই সংখ্যাটা ব্যাপক এবং এর কারণ ও প্রতিকার খোঁজার জন্য আন্তর্কিক প্রচেষ্টা দরকার। আপনি

আমরা যদি বৈবাহিক বিশ্বাসঘাতকতা, অবৈধ সন্তান, বিবাহবিচ্ছেদ, অতিনিকিত আত্মীয়ের মধ্যে যটন সঙ্গমের পরিসংখ্যান দেখে, তাহলে আমরা এমন অনেকে ঘটনা খুঁজে পাব যা ঘটছে নারীদের যথাযথ পোশাক না পরার কারণে এবং মহান আল্লাহ কুরআনে যে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা অতিক্রম করার কারণে এবং এই নির্দেশগুলো ওল্ড ও নডি টেস্টামেন্টের ছাপানো সংস্করণে পাওয়া যাবে যা আমরা উপরে উল্লেখ করেছি।



আমরা আশা করব উপরে যা আলোচনা করা হল আপনিতা ভবে দেখেনে। পরবর্তীতে কোন সময় আমরা মুসলমি নারীদরে হজিব পরধিনে উদ্বুদ্ধকারী কারণসমূহ এবং এই টুকরো কাপড়রে মনস্তাত্ত্বিকি ও সামাজিকি প্রভাবরে ব্যাপারে আরও আলোচনা করার প্রয়াশ পাব।

এই আলোচনাতে আমাদরে যুক্তগিলে যদি আপনার মনপুত হয়তাহলে আমরা ইসলাম সম্পর্কে আপনার অনুসন্ধৎসু সব প্রশ্ন ও আন্তরিকি স্পৃহাকে স্বাগত জানাই।

আল্লাহই ভালো জানেনে।